তারিখ ... 10 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 8 ...

সেবা মহাবিদ্যালয়

অধ্যক্ষের অনিয়ম তদন্তে অধস্তনদের দিয়ে কমিটি!

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর মহাখালীর সেবা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আন্তনীয়া ডি কস্টার বিরুদ্ধে অনিয়ম তদন্তে নিম্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের দিয়ে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে 'তদন্তের নামে নিয়ম রক্ষা হয়েছে মাত্র' বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রকৃত তদন্তের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা প্রয়োজন ছিল বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মকর্তা। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ২৮ সেপ্টেম্বর দৈনিক যুগান্তরে 'অনিয়মের কেন্দ্র সেবা মহাবিদ্যালয় : ভেঙে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। ওই খবরের বিষয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর সম্পাদকীয় লেখা হয়। এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সেবা পরিদফতরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক নিলুফার ফরহাদকে তদন্ত করতে নির্দেশ দেন। এ প্রেক্ষিতে সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার তিন জন কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, পুমা খ এবং নাসিমা খাতুনের সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ৪ জানুয়ারি এই কমিটি সেবা মহাবিদ্যালয়ে তদন্তে যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মহাবিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, তদন্ত কমিটিতে বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তাকে অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যক্তির চেয়ে উচ্চ পদের অথবা সমপদের হতে হবে। এক্ষেত্রে অধ্যক্ষ পদটি উপ-পরিচালক পদের সমমানের। আর সহকারী পরিচালক এক ধাপ নিচে। এর মধ্যে সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত লুৎফুন নাহার দীর্ঘদিন মহাখালী কলেজ অব নার্সিংয়ে লেকচারার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া পুমা খ ও নাসিমা খাতুন সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত আছেন। তারা জানান, অতীতে সেবা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তদন্ত করতেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। অধস্তন কর্মকর্তারা তদন্ত করলে তা প্রচলিত আইনের বরখেলাপ হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ৪ জানুয়ারি তদন্তের দিন কর্মকর্তারা অধ্যক্ষের কক্ষে বসেই তদন্ত কাজ সম্পন্ন করেছেন। এমনকি তদন্তে অধ্যক্ষের নির্বাচিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বক্তব্য নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের একাধিক সিনিয়র লেকচারার যুগান্তরকে জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত এ তদন্ত 'আইওয়াশ' মাত্র। নিয়ম রক্ষার তদন্ত বলা যেতে পারে। তাদের মতে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাদের দিয়ে কমিটি করা উচিত ছিল।